পরিশিষ্ট খ:

পরিবেশগত অধিকারের জন্য লড়াই করতে আইন ব্যবহার করা

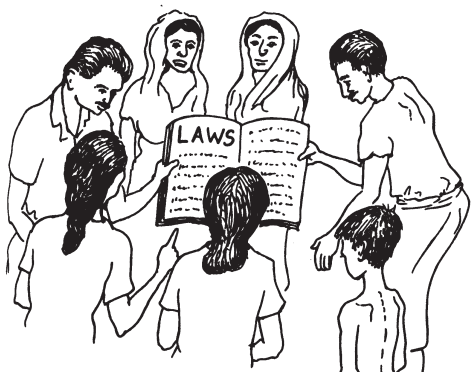

মানবাধিকার, এবং কোন কোন সময় পরিবেশগত অধিকার (একটি নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকার) আইনের দ্বারা অনেক দেশেই সুরক্ষিত করা হয়েছে। এই পুস্তকটির মধ্যে অনেক ঘটনা দেয়া আছে যেখানে জনগণ তাদের জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করতে একত্রে কাজ করেছে, বা ইতোমধ্যে বিদ্যমান আইনগুলোর মাধ্যমে সুরক্ষার দাবী করছে।

পুস্তকের এই অধ্যায়ে কিভাবে একটি **পরিবেশগত প্রভাবের পর্যালোচনার** তথ্যগুলো, বা আপনার পরিবেশগত অধিকারের জন্য লড়াই করতে মামলার ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা আছে। যদি আপনার স্থানীয় ও জাতীয় আদালত ও সরকার আপনাকে সুরক্ষা না করে তবে কোথা থেকে আন্তর্জাতিক সাহায্য গ্রহণ করবেন সেম্পর্কেও এখানে লেখা আছে।

তাদের পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রামরত জনগোষ্ঠীগুলো প্রায়শঃই কর্পোরেশন বা সরকার যারা যে ধরনের ক্ষতিই তারা সৃষ্টি করুক না কেন তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ নিতে চায় বা উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে চায় তাদের কাছ থেকে বাধা ও সহিংসতার সম্মুখীন হয়। এই প্রকল্পগুলো হয়তো মানুষকে তাদের জমি থেকে বিতারিত করবে, মারাত্মক দূষণের সৃষ্টি করবে, গণ নিরাপত্তাকে বিপজ্জনক করে তুলবে বা বিষাক্ত দ্রব্য উৎপাদন করবে যা মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করবে। এগুলো হলো মানবিক অধিকার ও পরিবেশগত অধিকার ভঙ্গ করা।

বড় বড় কোম্পানীগুলোর প্রায়শঃই এতো প্রচুর অর্থ ও ক্ষমতা থাকে যে তারা আপনাকে রক্ষার জন্য প্রণিত একটি আইনকে সমর্থন করতে বা প্রয়োগ করা থেকে একটি সরকারকে বিরত রাখে। যখন স্থানীয় ও জাতীয় আইনগুলো কার্যকর হয় না, তখন কিছু আন্তর্জাতিক আইন আছে যা আপনাকে ও আপনার জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে সমর্থ হতে পারে।

মানুষের যে পরিবেশগত অধিকার আছে সেটি তুলনামূলকভাবে আইনের একটি নতুন ক্ষেত্র, সুতরাং ঐ অধিকারগুলো কী কী এবং এগুলো কিভাবে প্রয়োগ করা হবে সেগুলো এখনো নির্ধারিত হচ্ছে। এর ফলে পরিবেশগত অধিকারের জন্য প্রতিটি আইনগত লড়াই খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

www.hesperian.org
health guides

পরিবেশগত প্রভাব পর্যালোচনা (ইআইএ)

যেহেতু শিল্পসমূহ ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলো পরিবেশের এতো বেশী ক্ষতি করেছে যে অনেক সরকার, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, এবং উন্নয়ন এজেন্সীগুলোকে এখন তাদের প্রকল্প শুরু করার আগে তাদের প্রকল্পগুলোর প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য আইনগতভাবে বাধ্য করা হয়েছে। একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনা কোশল হলো পরিবেশগত প্রভাব পর্যালোচনা বা ইআইএ।

একটি ইআইএ-এম মধ্যে কিভাবে একটি প্রকল্প, যেমন ভবন, রাস্তা, খনি, বিমানবন্দর, বা অন্যান্য শিল্পগত উন্নয়ন একটি এলাকার মানুষ, প্রাণী, ভূমি, জল, এবং বায়ুর মানকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে তা বর্ণনা করা থাকে। এটি হয়তো কোন সামাজিক সমস্যার বিষয়ও নজর দিতে পারে যেমন মানুষের বাস্তুচ্যুতি এবং সংস্কৃতিক সম্পদ হারিয়ে যাওয়া, যেমন ঐতিহ্যগত জীবিকা, ঐতিহাসিক বা আত্মিক গুরুত্ব ইত্যাদি। যদি একটি প্রকল্পকে এগিয়ে যেতে দেয়া হয় তবে একটি ইআইএ-কে অবশ্যই কিভাবে আরও কম ক্ষতিকারক উপায়ে কাজটি করা যাবে তার পরামর্শ দিতে হবে।

একটি ইআইএ হয়তো একটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে এককভাবে হতে পারে বা এটি হয়তো একটি কর্পোরেশন দ্বারা জনগোষ্ঠী ও সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে একত্রে মিলে হতে পারে। (দু'টো জনগোষ্ঠীর ইআইএ ব্যবহার করার ঘটনা জানতে পৃষ্ঠা ৪৬৬ থেকে ৫৬১ দেখুন।) কিন্তু প্রকল্পটি চালু হবে কি না হবে সে দায়িত্ব সম্পূর্নরূপে সরকারের।

ইআইএ কিভাবে কাজ করে

ইআইএ-র প্রধান ২ কাজ থাকা উচিত:

১. প্রকল্পের প্রভাব অধ্যায়ন করা এবং এই প্রভাবগুলো সম্পর্কে লিখিত প্রতিবেদন প্রদান করা। এটি সাধারণতঃ যে কোম্পানী প্রকল্পটির ব্যবস্থাপনা করছে তার দায়িত্ব এবং হয়তো জনগোষ্ঠীকে এখানে জড়িত করা হতেও পারে নাও হতে পারে।

২. ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে প্রকল্প শুরু করার পূর্বে এর মূল্যায়ণ করার জন্য গণসভা।

একটি ইআইএ খুব ভাল কাজ করে যখন এটি পূর্বসতর্কতামূলক নীতির দ্বারা চালিত হয় (পৃষ্ঠা ৩২ দেখুন)। যদি একটি ইআইএতে দেখা যায় যে প্রকল্পটি থেকে ক্ষতির সৃষ্টি হতে পারে, তবে পরিকল্পনাটি থামিয়ে দিতে হবে বা পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু প্রায়শঃই প্রকল্পটি যদি বর্তমানে বা ভবিষ্যতে মানুষ ও পরিবেশের উপর মারাত্মক ক্ষতির কারণও হয় একটি ইআইএ ব্যবহার করে একটি প্রকল্পকে অক্ষতিকারক দেখানো হয়। অনেকসময় একটি বিশ্ববিদ্যালয় বা সংগঠনকে ইআইএটি সম্পর্কে ও এতে বর্ণিত প্রভাবগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করলে জনগোষ্ঠীর জন্য সাহায্য হতে পরে।

অনেক কোম্পানীই জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে না লিখে জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়াই একটি ইআইএ প্রতিবেদন লিখে ফেলে। কোন কোন সময় কোম্পানীগুলো ইআইএ নিয়ে এই সভাগুলোর বিষয়ে প্রচারণা করে না বা মানুষদেরকে এই সভাগুলোতে অংশগ্রহণ করা কঠিন করে তোলে। যখন একটি কোম্পানী বা একটি সরকারী এজেন্সী দ্বারা একটি অন্যায্য ইআইএ প্রক্রিয়া তাড়াহুড়ো করে শেষ করা হয়, সেখানে প্রায়শঃই এমন ঘটনা ঘটে যে প্রকল্পটি শুরু করা হয় কিন্তু জনগণের দাবির মুখে এটাকে বন্ধ করে দেয়া হয়। যাইহোক উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মূল্যায়ণ এবং উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে ইআইএ জনগোষ্ঠী ও সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে পারে।

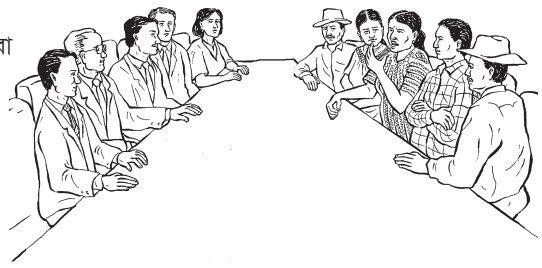

ehb 2012 (CS5.5).indb 559 02/12/2014 09:36:03

জনগোষ্ঠী কিভাবে একটি ইআইএ-কে প্রভাবিত করতে পারে

বিভিন্ন উৎস (শুধুমাত্র কোম্পানী থেকে নয়) থেকে প্রচুর পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সম্ভব্য প্রভাবগুলোকে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সময় ব্যয় করা ইআইএ-তে আপনার অংশগ্রহণের অধিকার অনুশীলণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাধারণতঃ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের কিছু বলতে পারার আগেই অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে যায়।

একটি ইআইএ প্রক্রিয়া আপনার জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘমেয়াদে এর স্বাস্থ্য ও সম্পদগুলোকে ভালভাবে রক্ষা করার জন্য শিক্ষিত ও সংগঠিত হতে সাহায্য করতে পারে। একটি ক্ষতিকারক প্রকল্পকে যদি বন্ধ করা সম্ভব নাও হয় একটি ইআইএ-র বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষিত করা বা সংগঠিত করা আপনার জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে।

অংশগ্রহণ করার দাবী

একটি ইআইএর মধ্যে জনগোষ্ঠী তাদের দাবী তুলে ধরতে পারে। কখনো কখনো একটি আদালত, সরকার, বা উন্নয়ন এজেন্সীগুলো জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদেরকে একটি ইআইএ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে। এলাকার জনগণ অংশগ্রহণ করতে পারে বা একজন সহযোগীকে তাদের প্রতিনিধি হবার জন্য অনুরোধ করতে পারে যেমন একটি উন্নয়ন সংস্থা, বা একজন আইনজীবি। যদি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা ইআইএতে অংশগ্রহণ করে তবে তারা একটি গণ সভাতে এসে কোম্পানী কী করার পরিকল্পনা করছে এবং করছে সে বিষয়ে সবাইকে অবহিত করতে পারে। অংশগ্রহণ জনগোষ্ঠীর অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে বুঝতে, ও তারা কী উপয়ে একটি প্রকল্প থেকে সৃষ্ট ক্ষতি রোধ করতে পারে বা পুরো প্রকল্পটিকেই বন্ধ করে দিতে পারে তা বুঝতে সাহায্য করতে পারে।

পুরো ইআইএ প্রতিবেদনই জোগাড় করুন

শুধুমাত্র একটি সারমর্ম বা আংশিক প্রতিবেদন নয় জনগোষ্ঠীর পুরো ইআইএ প্রতিবেদনটিই দেখার অধিকার আছে। ইআইএ প্রতিবেদনে প্রায়শঃই 'নিরাপত্তার ঝুঁকি', 'সামাজিক ঝুঁকি', 'স্বাস্থ্য ঝুঁকি', এবং 'পরিষ্কার করার খরচ' নামের অনুচ্ছেদ থাকে। এই অনুচ্ছেদগুলোতে লেখা সমস্যাগুলোর সম্পর্কে কোম্পানী হয়তো কোন কথাই অবহিত করবে না, বিশেষ করে গণ সভাগুলোতে। জনগোষ্ঠী এবং তাদের সহযোগীরা ইআইএ-র মধ্যে থাকা ত্রুটি বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ পড়ে থাকালে তা খুঁজে বের করতে পারে।

ইআইএতে বর্ণিত সমস্যাগুলো এবং ইআইএর অগ্রাহ্য করা সমস্যাগুলো গণমাধ্যম, সরকারী কর্মকর্তা, এবং জনগণের কাছে অবহিত করা যায়, যাতে ক্ষতিকারক প্রকল্পগুলোর বিরুদ্ধে আরও ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়। আপনি এগুলোকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন জাতিসংঘের কাছে তুলে ধরতে পারেন যাতে তারা কর্পোরেশন বা সরকারগুলোকে জনগণের উদ্বিগ্নতার ব্যাপারে সাড়া প্রদান করতে চাপ প্রয়োগ করতে পারে।

www.hesperian.org health guides

ehb 2012 (CS5.5).indb 560 02/12/2014 09:36:05

এলাকাবাসী খনি প্রতিরোধ করে

ইকুয়াডরের আন্দেজ পর্বতের ঢালে সুন্দর মেঘ বনভূমিতে হুনিন নামের একটি ছোট কৃষি জনগোষ্ঠী বাস করে। এখানকার জনগোষ্ঠী দরিদ্র কিন্তু তারা ভূমি থেকে বছরের পর বছর ধরে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে এসেছে। সম্পতি হুনিন-এর জনগণ তাদের ইতিহাসের সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মখিন হলো: একটি কোম্পানী দক্ষিণ আমেরিকার সব থেকে বড় খোলা গর্তের তামার খনি এই অঞ্চলে তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলো।

যখন জাপানী এই খনি কোম্পানীটি এলাকা অনুসন্ধানের জন্য আসলো তখন হুনিনয়ের বাসিন্দারা জানতো যে খনিটি দূষণ তার সাথে করে নিয়ে আসবে। কিন্তু খনি কোম্পানী তাদের জন্য কর্মসংস্থান করা ও রাস্তা, স্বাস্থ্য ক্লিনিক, এবং বিদ্যালয় স্থাপন করার মধ্য দিয়ে 'উন্নতি' করা প্রতিশ্রুতি দিলো তখন হুনিনের বাসিন্দারা তাদেরকে খনিজ পদার্থ খোঁজার অনুমতি দিলো। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কোম্পানীটি তামার একটি বিশাল ভাণ্ডার খুঁজে পেল, এবং হুনিন-এর জনগণও অল্প সময়ের মধ্যে দেখতে পেল যে তাদের জলের সরবরাহ খনির বর্জ্যের দ্বারা দূষিত হয়েছে। বাসিন্দারা খুব শীঘ্রই ত্বকের ফুসকুড়ি এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগতে শুরু করলো।

এলাকাবাসী খনি কোম্পানীকে দূষণ বন্ধ করতে অনুরোধ করলো। কোম্পানীটি থামলো না, তাই হুনিন-এর জনগণ সক্রিয় হলো। খনিপরিচালনাকারীরা যখন ছুটিতে দূরে চলে গেলো, শত এলাকাবাসী খনি শিবিরে প্রবেশ করলো এবং সমস্ত যন্ত্রপাতী, আসবাবপত্র, এবং মূল্যবান অন্যান্য সামগ্রী তুলে নিয়ে গেলো এবং কর্তৃপক্ষের কাছে সেগুলোকে হস্তান্তর করলো। তারপর তারা শিবিরগুলোতে আগুন লাগালো। কোম্পানীটি এই সংবাদ পেলো এবং তারা গুটিয়ে নিলো কিন্তু পরে খনিটিকে তারা কানাডার এক কোম্পানীর কাছে বিক্রয় করে দিলো।

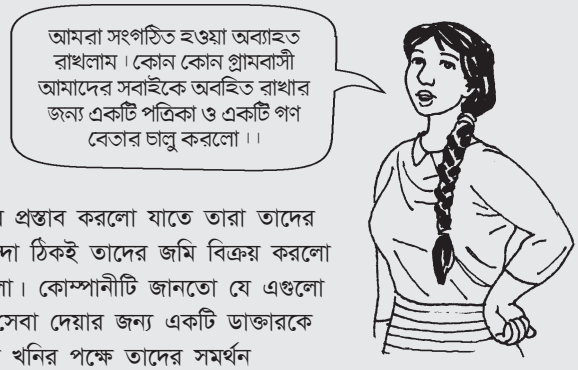

কানাডিয় কোম্পানীটি জনগণকে দ্বিধাবিভক্ত করতে চেষ্টা করলো। তারা হুনিন-এর বাসিন্দাদেরকে প্রচুর টাকা দেবার প্রস্তাব করলো যাতে তারা তাদের জমি বিক্রয় করতে পারে। কিছু কিছু বাসিন্দা ঠিকই তাদের জমি বিক্রয় করলো কিন্তু অন্যান্যরা তা করার অস্বীকৃতি জানালো। কোম্পানীটি জানতো যে এগুলো সংঘাতের সৃষ্টি করবে। কোম্পানীটি স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার জন্য একটি ডাক্তারকে সেখানে পাঠালো, কিন্তু শুধুমাত্র যে ব্যক্তিরা খনির পক্ষে তাদের সমর্থন আছে লিখিত একটি কাগজে সই করলো তাদের জন্য। এই অন্যায্যতার বিষয়ে জানানোর পর স্থানীয় সংগঠনগুলো একটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক নির্মাণ করার জন্য একটি তহবিল গঠন করলো।

ইকুয়াডরের নতুন আইনে যে কোন একটি উন্নয়ন প্রকল্প চালু হবার আগে একটি ইআইএ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। গ্রামবাসীরা জানতো যে একটি ইআইএ যদি যথাযথভাবে করা না হয় তবে সরকার এই খনিটিকে নির্মাণ করতে অনুমতি প্রদান করবে না। তারা এটিও জানতো যে একটি সৎভাবে করা ইআইএতে কিভাবে তামার খনি জনগণকে সরে যাওয়ার জন্য বাধ্য করবে, বায়ু দূষণ করবে, জলপথের ভাঙ্গন ধরাবে বা পলি ফেলে দেবে এবং জলকে কাঁচা বর্জ্য, ভারী ধাতু, এবং অন্যান্য বিষাক্ত বর্জ্যের দ্বারা দূষিত করে দেবে।

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় ঘটনাটি চলমান)

ehb 2012 (CS5.5).indb 561 02/12/2014 09:36:06

(পূর্বের পৃষ্ঠা থেকে চলমান)

হুনিন-এর জনগণ আইনকে তাদের সুবিধায় ব্যবহার করা শিখেছে। কোম্পানীটি যখন দাবী করলো যে তারা ইআইএ সম্পাদন করেছে, তখন সরকার এটাকে অসমাপ্ত বলে বাতিল করে দিলো।

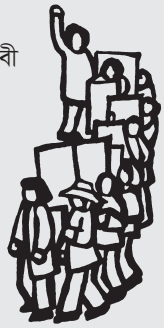

হুনিন-এর জনগণ সরাসরি সক্রিয় ভূমিকাও পালন করেছে, যেমন রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে কোম্পানীর লোকদেরকে এলাকায় প্রবেশ করতে না দিয়ে। এলাকার নের্তৃত্বস্থানীয়রা সম্পূর্ণ পৌর এলাকাকেই খনিবিহীন এলাকা হিসেবে ঘোষণা দিলো। বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে হুনিন-এর বাসিন্দারা এই খোলা গর্তের তামার খনিকে তাদের বাড়ী, তাদের সমৃদ্ধ বনভূমি, এবং তাদের জলের উৎস ধ্বংস করা করা থেকে প্রতিরোধ করছে।

সমাজভিত্তিক ইআইএ

তারা যেভাবে বায়ু খাদ্য, প্রাণী, বনজ উপকরণ, উদ্ভিজ ঔষধ, পূণ্যভূমি ইত্যাদির মতো সম্পদগুলোকে ব্যবহার, রক্ষা, এবং এর উপর নির্ভর করে থাকে সে সম্পর্কে একটি সমাজভিত্তিক ইআইএ গ্রাম, শহর, বা অঞ্চলের জনগণকে একটি বোধগম্যতায় আসতে সাহায্য করতে পারে। এগুলো সম্পদের ব্যবহার নিয়ে জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ও ভুলবোঝাবুঝি মিমাংসার একটি প্রক্রিয়া হতে পারে। এটি কর্পোরেশন বা সরকারগুলোকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একতা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে। এটি জল, কাঠ, ভূমি, বা অন্যান্য সম্পদকে শোষণ করার জন্য জনগণের মধ্যে বিভাজনের সুযোগ নেয়া শিল্পগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে জনগণকে সংগঠিত হতেও সাহায্য করে।

একটি সমাজভিত্তিক ইআইএ হতে পারে সাধারণ একটি আলোচনা যেখানে জনগণ কোন কোন সম্পদ ব্যবহার করে এবং সেগুলোকে সবচেয়ে ভালভাবে কিভাবে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা যায় সে ব্যাপারে সবাই একমত হয়। আরও বেশী জটিল ইআইএ-র মধ্যে থাকতে পারে বিস্তারিত মানচিত্র তৈরি করা, সমীক্ষা করা, প্রতিবেশী এলাকার জনগণের সাথে এবং সহযোগী সংস্থাগুলোর সাথে মৈত্রী গড়ে তোলা।

একটি সমাজভিত্তিক ইআইএ কর্পোরেশন বা সরকার কর্তৃক নির্বাহ করা ইআইএ থেকে ভিন্ন। এটি হয়তো আনুষ্ঠানিক ইআইএর আইনগত প্রয়োজনীয়তাগুলো মিটাতে নাও পারে কারণ এটি সম্পদ শোষণের চাইতে জনগোষ্ঠী কী চিন্তা করে, জনগণের স্বাস্থ্য, এবং তাদের সংস্কৃতির উপরে বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। ইআইএ মধ্যে থাকা প্রয়োজন এমন বোঝা-কঠিন-কাঠামো এবং 'বৈজ্ঞানিক' ভাষা বেশীর ভাগ জনগণের জন্যই শুধুমাত্র বিভ্রান্তিমূলক নয়, বরং এগুলোকে যে বাস্তাবায়ন করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নকশা করা হয়েছে তা এই সমাজভিত্তিক ইআইএ স্বীকার করে। একটি সমাজভিত্তিক ইআইএ হলো 'পরিবেশগত প্রভাব পর্যালচনার অন্য আর একটি উপায় আছে' বলার একটি উপায়।

এই পুস্তকের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহৃত কার্যক্রমগুলো যেমন মানচিত্র অঙ্কন (পৃষ্ঠা ১৫), সামাজিক নাটিকা (পৃষ্ঠা ১৮), স্বাস্থ্য সমীক্ষা (ংবব পৃষ্ঠা ৫০০), জলধারা রক্ষার কার্যক্রম (পৃষ্ঠা ১৬৪), আবর্জনা পরিদর্শন (পৃষ্ঠা ৩৯১), বা আপনার জনগোষ্ঠী দ্বারা নির্মিত যে কোন কার্যক্রম একটি সমাজভিত্তিক ইআইএতে অবদান রাখতে পারে।

www.hesperian.org health guides

ehb 2012 (CS5.5).indb 562 02/12/2014 09:36:06

মামলা

পরিবেশগত অধিকার এবং ন্যায্যতার অর্জন করার একটি উপায় হলো আদালতে গিয়ে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গকারী কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা করা। একটি দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর বিরুদ্ধে একটি সফল মামলা শুধুমাত্র তৎক্ষণাৎ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরই সুরক্ষা করে না, কিন্তু অন্যান্য জায়গাতে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও এটি রক্ষা করে।

একটি মামলা কি আপনার জনগোষ্ঠীর উপকার করবে?

পরিবেশের ন্যায্যতার অনেক লড়াইয়ে মামলাকে সফলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু মামলা করা খুবই ব্যয়বহুল এবং এগুলো প্রায়শঃই অনেক বছর সময় নেয়। মামলাটি যদি আপনার দেশের বাইরের কোন কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে হয় তবে কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে যারা আপনাকে বিনা খরচে আইনজীবি নিয়োগে সাহায্য করতে পারে (সম্পদ দেখুন)।

একটি দেশের স্বাস্থ্য ও পরিবেশকে সুরক্ষার জন্য আইন থাকা সত্বেও একটি আদালতে মামলায় জয়ী হওয়া খুবই কঠিন হতে পারে। আইনগুলো যদি প্রায়শঃই ব্যবহার করা না হয় তবে হাকিম ও আইনজীবিরা এগুলো সম্পর্কে না জানতে পারে। এবং অনেক দেশেই বিশেষ করে যেখানে কর্পোরেশনগুলো খুবই ক্ষমতাশালী হাকিম ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে দুর্নীতির কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে তাদের অধিকারের দাবী করা কঠিন হয়ে পড়ে। দুর্ভাগ্যজনক যে সফল মামলার তুলনা অসফল মামলার সংখ্যাই অনেক বেশী।

একটি কর্পোরেশন, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বা সরকাররের বিরুদ্ধে একটি মামলা রজু করার পূর্বে ভাবুন যে এর মাধ্যমে আপনার জনগোষ্ঠীর সম্পদের সব থেকে ভাল ব্যবহার হবে কিনা। এই বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন।

আপনার লক্ষ্য সম্পর্কে চিন্তা করুন

আপনি মামলার মাধ্যমে ঠিক কী অর্জন করতে চাইছেন তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। তারপর সিদ্ধান্ত নিন যে এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মামলাই সব থেকে ভাল উপায় কিনা। আপনি কি একটি কোম্পানী বা সরকারকে:

- উপচে পড়া তেল বা অন্যান্য বিষাক্ত দূষণ পরিষ্কার করাতে চান?
- জনগণকে তাদের স্বাস্থ্য, ভূমি, বা সম্পদের ক্ষতিপূরণ দিতে চান?
- কাজ গুটিয়ে অঞ্চল বা দেশে ত্যাগ করাতে চান?
- শুরু থেকেই দূষণ এড়াতে চান?

একটি আইনি লড়াই একটি জনগোষ্ঠীকে সমাবেশকরণ ও শিক্ষিত করতে পারে। কিন্তু বয়কট, অবস্থান ধর্মঘট, হরতাল, বা গণ তথ্য প্রচারণা হয়তো একটি মামলার থেকে দ্রুত এবং সহজে আপসরফা বা রাজনৈতিক মীমাংসা হতে পারে। এই ধরনের কার্যক্রমগুলো একটি মামলা করার চাইতে আপনার জনগোষ্ঠীর জন্য সহজতর ও আরও কার্যকর হবে কিনা তা বিবেচনা করুন। এছাড়াও আইনগত ব্যবস্থা এবং সরাসরি ব্যবস্থা উভয়ই ব্যবহার করলে আপনার জনগোষ্ঠীকে জয়ী হতে সাহায্য করবে কিনা তা বিবেচনা করুন।

ehb 2012 (CS5.5).indb 563 02/12/2014 09:36:07

আদালতে যদি সফল নাও হয় তবে একটি মামলা সাহায্যকারী হবে কিনা?

অবশ্যই আপনি আপনার মামলায় জয়ী হবে চান। কিন্তু আপনি যদি অনিশ্চিত থাকেন যে আপনার মামলা জয়ী হবে কিনা, তবে বিবেচনা করুন যে মামলাটিতে জয়ী না হলেও এটি আপনার উদ্দেশ্যকে সাহায্য করবে না ক্ষতি করবে। একটি মামলা যদি আদালতে সফল নাও হয় এটি একটি জনগোষ্ঠীর সমস্যার দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের পরিবেশবাদী দলগুলোকে একত্রে নিয়ে আসতে পারে। যদি পরিবেশগত ক্ষতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক একটি মামলা আপনার দেশের আদালতে অসফল হয়, তবে আপনি হয়তো এই নালিমটিকে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে নিয়ে যেতে পারবেন যেমন আন্ত-মার্কিন মানবাধিকার কমিশন বা জাতিসংঘ (পৃষ্ঠা ৫৬৭ দেখুন)। এটি হয়তো তারপরও আপনার সমস্যার সমাধান করবে না, কিন্তু এগুলো আপনার সমস্যা সম্পর্কে আরও বেশী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাবে; যদিও এগুলোও প্রচুর সময় ও সম্পদ নিয়ে নেয়।

কোন কোন সময় একটি অসফল মামলা বিষয়গুলোর আরও অবনতি করে। একটি খারাপ ফলাফল ভবিষ্যতের মামলাগুলোও যেন না জয়ী হয় সে জাতীয় ভাবনা হাকিম ও আইনজীবিদের মধ্যে সৃষ্টি করাতে পারে। নেতিবাচক প্রচারণা মানুষের মধ্যে এই ভাবনার সৃষ্টি করতে পারে যে একটি জনগোষ্ঠী অনৈতিকভাবে অর্থের বা অন্যান্য পুরস্কারের দাবী করছে। এবং যে কোন অকৃতকার্য সংগঠিতকরণ প্রচেষ্টার মতো অসফল মামলা একটি জনগোষ্ঠীকে হৃতমনোবল করে ফেলে এবং এদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে।

কে এই মামলাটিকে আদালতে নিয়ে যাবে?

ক্ষতির ভুক্তভোগী সে একজন ব্যক্তি, ব্যক্তির পরিবার, বা একটি পুরো জনগোষ্ঠীই হোক না কেন এই কাজ চালিয়ে যাবার জন্য এবং একটি মামলার ঝুঁকি বহন করায় তাদের স্বদিচ্ছা থাকতে হবে। সাধারণতঃ ভুক্তভোগীর পক্ষে কোন একটি সংস্থা একটি কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা রজু করতে পারেনা যদি ঐ ব্যক্তিটি মামলা জড়িত হতে না চায়।

ক্ষতির কোন প্রমাণ আছে কিনা?

একটি মামলাকে সফল হতে হলে আপনাকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে:

- ভুক্তভোগি শারিরীক বা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
- কর্পোরেশনটি সেই ক্ষতি করেছে বা তার জন্য দায়ী।

যদি সেখানে এটি প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ আলামত না থাকে তবে মামলাটি ভাল করার থেকে বরং খারাপ করবে। কোম্পানী আইন ভঙ্গ করেছে এটি যদি পরিষ্কার হয় তবুও তারা যে ক্ষতি করেছে তার কোন প্রমাণ ছাড়া আপনাকে হয়তো আদালতে এই মামলাটি উঠাতেই দেয়া হবে না, এবং আপনি যদি উঠান তবে হয়তো আপনি জয়ী হতে পারবেন না।

প্রমাণ আছে কিনা?

একমাত্র যে প্রমাণ আদালতের কাজে লাগবে সেই প্রমাণই উত্থাপন করা যাবে। যেহেতু তারা ক্ষতির কারণে ভুগেছে বলেই একটি মামলা রজু করছে এধরনের ব্যক্তিদেরকে অবশ্যই আদালতে কথা বলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং কথা বলতে হবে, এবং তাদের কাছে সাক্ষীও থাকতে হবে যাদেরকেও কথা বলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তারা যাদের বিরুদ্ধে মামলা করছে তাদের দ্বারা যে ক্ষতিসাধন হয়েছে তা প্রমাণ করতে কোন ছবি, অধ্যায়ন, ডাক্তারী নথি, বা অন্য কোন আলামত তাদেরকে উত্থাপন করতে সমর্থ হতে হবে। ক্ষতি প্রমাণ করা খুবই কঠিন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কর্মীদের মধ্যে ক্যান্সার হওয়ার কারণ এই কোম্পানীর ব্যবহৃত রাসায়নিক নয় বরং কর্মীর তামাকের ধূমপান করা, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, বা নেহাতই দুর্ভাগ্য একথা বলার জন্য একটি কোম্পানী একজন ডাক্তারকে নিয়োগ করতে পারে। আইনগতভাবে 'কারণ ও ফলাফল' প্রমাণ করা খুবই কঠিন হবে, সাধারণ জ্ঞানে যদি তাই প্রতিয়মান হয় তবুও।

www.hesperian.org health guides
ehb 2012 (CS5.5).indb 564 02/12/2014 09:36:07

এই ক্ষতি কারণ কে বা কী?

পরিবেশগত ক্ষতিসাধনের কারণ ঘটানোর জন্য মানুষ, কর্পোরেশন, এবং অনেক দেশেই সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করা যায়।

মামলাটি বহুজাতিক কর্পোরেশনের বিরুদ্ধ কিনা?

বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর প্রায়শঃই বিভিন্ন দেশে কার্যালয় থাকে। সফলতার সাথে একটি বহুজাতিক কোম্পানীর বিরদ্ধে মামলা করার জন্য যে দেশে ক্ষতিসাধন হয়েছে এবং এই কর্পোরেশনের নিজ দেশ উভয় জায়গাতেই কাজ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এটি খুবই ব্যয়বহুল ও কঠিন হতে পারে, কিন্তু এটি করা যায় (পৃষ্ঠা ৪৯৪ থেকে ৫২২ দেখুন)।

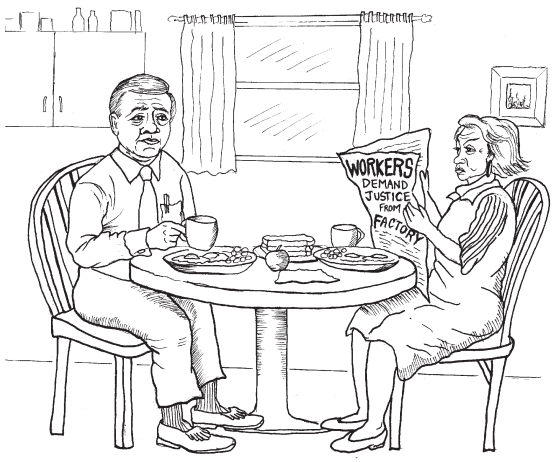

বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর প্রায়শঃই তারা যে দেশে কাজ করে সে দেশে শাখা থাকে, যাদেরকে সম্পূরক বলা হয়। একটি বিদেশী মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করার থেকে সম্পূরকের বিরুদ্ধে মামলা করা সহজ। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমেরিকান তেল কোম্পানী শেভ্রণ যখন নাইজেরিয়ার নাইজার বদ্বীপ থেকে তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নিলো তখন আমেরিকান কোম্পানীটির বিরুদ্ধে মামলা না করে স্থানীয় কর্মীরা শেভ্রণের নাইজেরিয় সম্পূরকের বিরুদ্ধে মামলা করলো। একই সময়ে আন্তর্জাতিক কর্মীরা পৃথিবীব্যাপী জনগণকে শেভ্রণের মানবাধিকার অমর্যাদার বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষিত করতে, কোম্পানীকে তাদের চর্চার পরিবর্তনের জন্য চাপ প্রদান করতে একটি প্রচারণা চালু করলে।

বিবেচ্য অন্যান্য বিষয়

- ক্ষতি বা অমর্যাদা কি সম্প্রতি করা হয়েছে? ক্ষতি করার নির্দিষ্ট কয়েক বছরের মধ্যেই অবশ্যই মামলাটি রজু করতে হবে (সাধারণতঃ ১০ বছরের বেশী সময় নয়)। এর ফলে একটি অসুস্থ্যতার বিরুদ্ধে মামলা জয়ী হওয়া খুবই কঠিন, যে অসুস্থ্যতা হয়তো অনেক বছর পরে দেখা দিতে পারে, যেমন ক্যান্সার, যদিও এগুলো সব থেকে বেশী মারাত্মক অসুস্থ্যতা হতে পারে।
- যে ব্যক্তিরা মামলা করছে, তাদের সাক্ষীগণ, এবং তাদের আইনজীবিরা কি তাদের নিরাপত্তার উপর ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। অনেক কর্পোরেশন এবং সরকার তাদের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য কোন কিছুতেই থামবে না, যার মধ্যে শারিরীক সহিংসতা এবং হত্যাও থাকতে পারে। যারা এই ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে তারা হয়তো তাদের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে।
- মামলার খরচ প্রদানের জন্য অর্থ আছে কি? আদালতের ফি, আইনজীবিদের ফি, আন্তর্জাতিক ভ্রমণ, ফোন করার খরচ, প্রমাণ জোগাড় করা, এবং অন্যান্য খরচগুলোও দ্রুত যোগ হয়ে বৃদ্ধি পায়।
- আপনি কি একটি মামলার পিছনে অনেক বছর ধরে কাজ করতে পারবেন? একটি মামলা ৩ থেকে ১০ বছরের বেশী সময় ধরে লাগতে পারে। কোন কোন সময় মামলার একটি সুরাহা হবার পূর্বেই ভুক্তভোগী হয়তো মৃত্যুবরণও করে থাকে।

ehb 2012 (CS5.5).indb 565 02/12/2014 09:36:08

আন্তর্জাতিক আইন ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা

যখন একটি জাতীয় আইন স্বাস্থ্য ও কল্যাণ রক্ষা করতে অপরাগ হয় একটি জনগোষ্ঠী তখন এই অধ্যায়ে বর্ণিত আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়াকে এবং চুক্তিগুলোকে তাদের সরকারকে চাপ দেয়া, তাদের লড়াইয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বা একটি মামলাকে জোরদার করার জন্য ব্যবহার করতে পারে।

জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর (পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই) স্বাক্ষর করা অনেক চুক্তিই সকল মানুষের জন্য মানবিক অধিকার রক্ষা করে। কোন কোন চুক্তি পরিবেশকেও রক্ষা করে। উদাহরণস্বরূপ, বিষাক্ত দ্রব্যের উপর কয়েকটি চুক্তির বর্ণনা পৃষ্ঠা ৪৬৭-এ দেখুন।

বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিগুলোকে অনেকসময় 'আন্তর্জাতিক চুক্তি' 'আপোসনামা' বা 'আইনগত অঙ্গিকার' বলা হয়ে থাকে, কিন্তু এই শব্দগুলোর মানে একই। চুক্তিগুলো শুধুমাত্র সরকারের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায় কিন্তু কোন বহুজাতিক কোম্পানীর বিরুদ্ধে নয়।

অনেক দেশেই আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোকে জাতীয় আদালতে ব্যবহার করা যায় যদিও সেখানে সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোও মানবাধিকার ও পরিবেশ রক্ষার জন্য আমাদের জাতীয় প্রচারণাগুলোকে সহায়তা ও অনুপ্রাণিত করতে পারে ।

www.hesperian.org health guides

ehb 2012 (CS5.5).indb 566 02/12/2014 09:36:08

জাতিসংঘের মানবাধিকার চুক্তিসমুহ

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তিরই মানবাধিকার রয়েছে এবং এর থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না। বর্তমানে ৯টি আন্তর্জাতিক চুক্তি আছে যেগুলো মানবাধিকার রক্ষা করে, যার মধ্যে স্বাস্থ্যের অধিকার ও মর্যাদার অধিকারও অন্তর্ভূক্ত। চুক্তিগুলোর কথা এবং এগুলো কিভাবে ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে তথ্য জানতে জাতিসংঘের মানবিক অধিকার এর ওয়েবসাইট www.ohchr.org-এ যান ও 'মানবিক অধিকার সংস্থা'র উপর ক্লিক করুন।

- নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক আইনগত অঙ্গিকার (সিসিপিআর)
- অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক আইনগত অঙ্গিকার (সিইএসসিআর)
- সকল ধরনের জাতিগত বৈষম্যতা নির্মূলের আন্তর্জাতিক চুক্তি (সিইআরডি)
- নারীদের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্য নির্মূলের চুক্তি (সিইডিএডাব্লিউ)
- অত্যাচার এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা মর্যাদাহানীকর আচরণ করা বা শাস্তি দেওয়ার বিরুদ্ধে চুক্তি (সিএটি)
- শিশুর অধিকারের চুক্তি (সিআরসি)
- সকল অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি (সিএমএম)
- প্রতিবন্ধিতাযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকারের চুক্তি (সিআরপিডি)
- জোপপূর্বক অন্তর্ধান হওয়া থেকে সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি (সিইডি)

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও যে একটি মাত্র মানবাধিকার চুক্তির মধ্যে পরিবেশ কথাটির উল্লেখ করা হয়েছিল তা হলো শিশুর অধিকারের চুক্তি, যাতে বলা হয়েছে যে প্রতিটি শিশুরই একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ পাওয়ার অধিকার আছে। (শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ও সোমালিয়া ব্যতিত অন্যান্য সকল সরকারই এই চুক্তি তে স্বাক্ষর করেছে।)

২০১০ সালে, জাতিসংঘ এটাও ঘোষণা দেয় যে নিরাপদ ও পরিষ্কার জল ও পয়ঃব্যবস্থা অধিকার একটি মানবিক অধিকার। এই ঘোষণাটি পরিবেশের রক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। যদিও পরিবেশের নিজের কোন অধিকার নেই কিন্তু এখন যখন সরকার জল বা পয়ঃব্যবস্থায় জনগণের অধিকার খর্ব করবে তখন আমরা তাদেরকে দায়ী করতে পারবো।

ehb 2012 (CS5.5).indb 567 02/12/2014 09:36:09

যখন একটি দেশ চুক্তি ভঙ্গ করে

যখন একটি দেশ কোন নির্দিষ্ট চুক্তি ভঙ্গ করে তখন এই চুক্তিতে স্বাক্ষর অন্য কোন দেশ 'আন্তর্জাতিক ন্যায্যতার আদালত'এ তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। কিন্তু এটি কদাচিত ঘটে। দ্বিতীয় আর একটি সম্ভবনা হলো যে কোন এক ব্যক্তি বা একটি দল যখন তার দেশ কোন একটি নির্দিষ্ট মানবাধিকার যেমন কোন বৈষম্য বা অত্যাচার ছাড়াই বেঁচে থাকার অধিকার এবং বিশ্বাস বা ভাবপ্রকাশের স্বাধিনতার অধিকার লঙ্ঘন করে তখন জাতিসংঘের কমিটির কাছে একটি লিখিত নালিশ পাঠাতে পারে। আপনার দেশ কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি লিখিত নালিশ পাঠাতে অনুমতি দেয় সেসম্পর্কে সন্ধান করা বেশ কাজে আসবে। আরও তথ্যের জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার ওয়েবসাইট দেখুন: www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/index.htm।

যে সরকারগুলো চুক্তি সই করে তাদেরকে অবশ্যই জাতিসংঘের কমিটির কাছে দেশের মধ্যে মানবাধিকারের অবস্থার উপর একটি 'নৈমিত্তিক প্রতিবেদন' প্রদান করতে হয়। তাদের এই প্রতিবেদনের মধ্যে সরকারগুলো প্রায় কখনোই মানবাধিকারের অমর্যার কথা উল্লেখ করে না। তার পরিবর্তে তারা হয়তো বলতে পারে যে হ্যাঁ এখানে সমস্যা আছে কিন্তু এগুলো দিনে দিনে আরও ভাল হচ্ছে। এই কারণে জনগোষ্ঠী ও এনজিওগুলোর উচিত একটি 'ছায়া প্রতিবেদন' তৈরি করা যেখানে তারা আসল ঘটনাগুলো বর্ণনা করবে। প্রতি ৪ বছরে এনজিওগুলোও একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে যা জাতিসংঘ কর্তৃক তাদের দেশের উপর 'সার্বজনীন নৈমিত্তিক পর্যালচনা'র একটি অংশ।

এই প্রতিবেদনগুলোই জাতিসংঘের কমিটির জন্য অমর্যাদা ঘটার বিষয়গুলো উপলব্ধি করার একমাত্র উপায়, এবং আপনি যদি প্রতিবেদনগুলো প্রকাশ করেন তবে এগুলো আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সাহায্য করতে পারে। কমিটি এনজিওর প্রতিবেদনের উপর মনযোগ দেবে কিনা তা নির্ভর করে কমিটির দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিটির আগ্রহ ও গণমনে এর প্রতিক্রিয়া কী তার পরিমাণের উপর।

জাতিসংঘের অন্যান্য ঘোষণা

জাতিসংঘের অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলো কোন আনুষ্ঠানিক চুক্তি নয় কিন্তু পৃথিবীর সকল দেশের জন্য নৈতিক বাধ্যবাধকতার ঘোষণা। বেশীরভাগ সরকারই নৈতিক বাধ্যবাধকতাকে খুব বেশী গণনায় ধরে না, কিন্তু এই ঘোষণাগুলোর ব্যাপারে কথা বললে অনেক সময় আমাদের লড়াইকে কখনো কখনো জোরদার করে এবং আমাদের অধিকার রক্ষায় সাহায্য করে।

- আদিবাসীদের অধিকারের জন্য জাতিসংঘের ঘোষণা (http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/Declaration.aspx)
- উন্নয়নের অধিকারের উপর জাতিসংঘের ঘোষণা (http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/DevelopmentIndex.aspx)
- সামাজিক অগ্রসরতা ও উন্নয়নের উপর ঘোষণা (http://www2.ohchr.org/english/law/progress.htm)
- জল ও টেকসই উন্নয়নের উপর ডাবলিন বিবৃতি (http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/english/icwedece.html)
- টেকসই উন্নয়নের উপর ডাবলিন বিবৃতি (http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm)

www.hesperian.org health guides
ehb 2012 (CS5.5).indb 568 02/12/2014 09:36:09

বিশেষ প্রক্রিয়া

জাতিসংঘ মানবাধিকারের অমর্যাদার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 'বিশেষ প্রক্রিয়া'র প্রতিষ্ঠা করেছে। বিভিন্ন দল ও একজন ব্যক্তি 'বিশেষ প্রতিবেদক' নামের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে এই বিশেষ প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পারে। তারা তাদের কর্মপরিধির মধ্যে থাকা বিষয়গুলোর (তাদের 'প্রদত্ত ক্ষমতা' বলা হয়) উপর মানবাধিকারের অমর্যাদার বিষয়টি তদন্ত করে দেখে, যেমন খাদ্যের অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, এবং বিষাক্ত বর্জ্য পরিত্যাগ করার অধিকার।

একটি সাধারণ চিঠির সাথে যে কোন সংবাদ প্রতিবেদন, নথি বা সমস্যার ব্যাপারে অন্যান্য তথ্য দিয়ে এই বিশেষ প্রতিবেদকের সাথে যোগাযোগ করা যায়। তখন এই প্রতিবেদক তাদের সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন জাতিসংঘের কাছে প্রেরণ করে। ঠিক কমিটির মতোই এই প্রতিবেদকের আগ্রহের উপর নির্ভর করে এর সফলতা।

কখনো কখনো একজন প্রতিবেদক একটি জনগোষ্ঠী পরিদর্শন করবে যা গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং জনগোষ্ঠীর দাবী একটি বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদান করতে পারে। আপনি যদি মনে করেন যে একটি পরিদর্শন মানবাধিকারের জন্য আপনার লড়াইকে সাহায্য করবে তবে, প্রতিবেদকের সাথে আপনার সকল যোগাযোগের মধ্যে অমর্যাদার স্থানটি পরিদর্শণের জন্য জরুরী আমন্ত্রণ থাকা উচিত।

প্রতিবেদকের নাম, তাদের উপর প্রদত্ত ক্ষমতা এবং তাদের সাথে যোগাযোগের তথ্য জাতিসংঘের অধিকার বিষয়ক ওয়েবসাইটে (www.ohchr.org) 'বিষয় ভিত্তিক মানবাধিকার'এর নীচে পাওয়া যাবে।

অন্যান্য আইনগত ফোরাম বিদ্যমান রয়েছে, যেন আন্ত-মার্কিন মানবাধিকার কমিশন এবং মানবাধিকার ও জনগণের অধিকারের বিষয়ক আফ্রিকিয় কমিশন। তাদের নিজেদেরই মানবাধিকার চুক্তি এবং প্রক্রিয়া রয়েছে যেগুলো কখনো কখনো জনসাধারণ ও জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যবহার করা সহজ। আমেরিকা ও ক্যারিবিও দেশগুলোর মানবাধিকার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য www.oas.org/en/iachr/default.asp দেখুন এবং আফ্রিকিয় দেশগুলোর উপর আরও তথ্যের জন্য www.achpr.org দেখুন।

ehb 2012 (CS5.5).indb 569 02/12/2014 09:36:09